Raqi Faisal Ahmed Sabit

Cumilla Medical College | Al Quranic Ruqyah Healing Center

01886608999 | **WhatsApp** | Telegram

রুকইয়াহ নং ৫ - (দুর্গ ধ্বংস করার শক্তিশালী রুকইয়াহ)

(দুর্গ ধ্বংস করার শক্তিশালী রুকইয়াহ)

শুরু করার দোয়া

নিম্নোক্ত দোয়াটি **৩ বার** পড়ুন:

بِسْمِ اللَّهِ ذِي الشَّأْنِ، عَظِيمِ الْبُرْهَانِ، شَدِيدِ السُّلْطَانِ، مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি যিশ-শানি, আযীমিল বুরহানি, শাদীদিস সুলতানি, মা-শাআল্লাহু কানা, ওয়া আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতান।

নিম্নোক্ত বাক্যটি **১৯ বার** পড়ুন:

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

৩ বার

১ **সূরা আল-ফাতিহা**

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ (١) ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ (٢) ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ (٣) مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ (٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥) ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ (٧)

> অনুবাদ: (১) শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। (২) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। (৩) যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। (৪) যিনি বিচার দিনের মালিক। (৫) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। (৬) আমাদেরকে সরল পথ দেখাও। (৭) সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

৩ বার

২ **আয়াতুল কুরসী (সূরা বাকারা: ২৫৫)**

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ

অনুবাদ: আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।

দুর্গ ধ্বংসকারী আয়াতসমূহ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِّنكُمْ ۖ وَطَائِفَةٌ
قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ۖ يَقُولُونَ هَل
لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ۗ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ۗ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا
يُبْدُونَ لَكَ ۖ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا ۗ قُل لَّوْ
كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ۖ
وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بِذَاتِ الصُّدُورِ

অনুবাদ: অতঃপর শোকের পর তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করলেন প্রশান্তি-তন্দ্রা, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিল এবং একদল তাদের নিজেদের জীবন সম্বন্ধে চিন্তিত ছিল। তারা আল্লাহ সম্বন্ধে জাহেলী যুগের ধারণার ন্যায় অসত্য ধারণা পোষণ করছিল। তারা বলছিল, ‘আমাদের হাতে কি কোন ক্ষমতা আছে’? বলুন, ‘সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহরই’। তারা তাদের অন্তরে যা গোপন করে, তা আপনার নিকট প্রকাশ করে না। তারা বলে, ‘যদি আমাদের হাতে কোন ক্ষমতা থাকত, তবে আমরা এখানে নিহত হতাম না’। বলুন, ‘তোমরা যদি তোমাদের ঘরেও থাকতে, তবুও যাদের মৃত্যু লেখা ছিল, তারা তাদের বধ্যভূমিতে বের হয়ে আসত’। আর এটা এ জন্য যে, আল্লাহ তোমাদের অন্তরে যা আছে, তা পরীক্ষা করবেন এবং তোমাদের অন্তরে যা আছে, তা পরিশোধন করবেন। আর আল্লাহ অন্তরের গোপন বিষয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

৪ **সূরা আন-নিসা (আয়াত ৭৮)**

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۖ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

> অনুবাদ: তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই; যদিও তোমরা সুউচ্চ সুদৃঢ় দূর্গে অবস্থান কর। আর যদি তাদের কোন কল্যাণ পৌঁছে, তবে বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যদি কোন অকল্যাণ পৌঁছে, তবে বলে, এটা আপনার পক্ষ থেকে। বলুন, সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে। সুতরাং এই কওমের কি হল যে, তারা কোন কথা বুঝতে চায় না?

৫ **সূরা আন-নিসা (আয়াত ১০৮)**

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا

> অনুবাদ: তারা মানুষ থেকে গোপন করে কিন্তু আল্লাহ থেকে গোপন করে না। অথচ তিনি তাদের সাথেই থাকেন, যখন তারা রাতে এমন কথার পরামর্শ করে, যা তিনি পছন্দ করেন না। আর তারা যা করে, আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে আছেন।

৬ সূরা আল-আন'আম (আয়াত ৪১)

بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ

অনুবাদ: বরং তোমরা তো তাঁকেই ডাকবে। অতঃপর তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে যে বিপদের জন্য ডাকবে, তা দূর করে দেবেন এবং যাদেরকে তোমরা শরীক করছ, তাদেরকে ভুলে যাবে।

৭ সূরা আল-আ'রাফ (আয়াত ১৩৭)

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا
الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا
صَبَرُوا ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ

অনুবাদ: আর যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত, আমি তাদেরকে সেই যমীনের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানালাম, যাতে আমি বরকত দিয়েছি। আর বনী ইসরাঈলের উপর আপনার রবের উত্তম বাণী পূর্ণ হল, যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। আর ফেরাউন ও তার কওম যা তৈরি করেছিল এবং যা তারা উঁচুতে নির্মাণ করেছিল, তা আমি ধ্বংস করে দিলাম।

৮ সূরা আল-আ'রাফ (আয়াত ১৪৩)

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ

> অনুবাদ: আর যখন মূসা আমার নির্ধারিত সময়ে এল এবং তার রব তার সাথে কথা বললেন, তখন সে বলল, ‘হে আমার রব, আমাকে দেখা দিন, আমি আপনাকে দেখব’। তিনি বললেন, ‘তুমি আমাকে কস্মিনকালেও দেখবে না; বরং তুমি পাহাড়ের দিকে তাকাও, যদি তা আপন স্থানে স্থির থাকে, তবে তুমি আমাকে দেখবে’। যখন তার রব পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেল। যখন তার হুঁশ ফিরল, তখন সে বলল, ‘আপনি পবিত্র মহান, আমি আপনার নিকট তওবা করলাম এবং আমি মুমিনদের মধ্যে প্রথম’।

৯ **সূরা আল-আ'রাফ (আয়াত ১৭১)**

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا
آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

> অনুবাদ: আর যখন আমি পাহাড়কে তাদের উপরে উঠিয়েছিলাম, যেন তা এক শামিয়ানা এবং তারা মনে করছিল যে, তা তাদের ওপর পড়ে যাবে, (তখন আমি বললাম): আমি যা দিয়েছি, তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং তাতে যা আছে তা মনে রেখ, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।

১০ **সূরা আত-তওবা (আয়াত ৪০)**

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

> অনুবাদ: যদি তোমরা তাকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ তো তাকে সাহায্য করেছেন, যখন কাফেররা তাকে বের করে দিয়েছিল, দু'জনের একজন হিসেবে। যখন তারা গুহায় ছিল, যখন সে তার সঙ্গীকে বলছিল, 'চিন্তা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন'। অতঃপর আল্লাহ তার উপর স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাকে এমন বাহিনী দিয়ে সাহায্য করলেন, যা তোমরা দেখনি। আর তিনি কাফেরদের কথাকে নিচু করে দিলেন। আর আল্লাহর কথাই সুউচ্চ। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

১১ **সূরা আত-তওবা (আয়াত ৫৭)**

لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ

> অনুবাদ: যদি তারা কোন আশ্রয়স্থল কিংবা কোন গুহা অথবা কোন প্রবেশস্থান পেত, তবে তারা দ্রুত সেদিকেই ফিরে যেত।

১২ **সূরা হুদ (আয়াত ৫)**

أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۚ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ

يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

> অনুবাদ: জেনে রাখ, নিশ্চয় তারা তাদের বুক ঘুরিয়ে নেয়, যাতে তারা তাঁর থেকে লুকাতে পারে। জেনে রাখ, যখন তারা তাদের কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখে, তখন তারা যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে, তিনি তা জানেন। নিশ্চয় তিনি অন্তরসমূহে যা আছে, সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

১৩ সূরা আর-রা'দ (আয়াত ১০-১১)

سَوَاءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ

وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ

أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ

اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ

অনুবাদ: (১০) তোমাদের মধ্যে কেউ কথা গোপন রাখলে কিংবা প্রকাশ করলে এবং রাতে লুকিয়ে থাকলে কিংবা দিনে প্রকাশ্যে চলাফেরা করলে, তারা সবাই আল্লাহর কাছে সমান। (১১) তার সামনে ও পেছনে একের পর এক আগমনকারী প্রহরী রয়েছে, যারা আল্লাহর আদেশে তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করে। নিশ্চয় আল্লাহ কোন কওমের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। আর যখন আল্লাহ কোন জাতির অকল্যাণ চান, তখন তা রদ করার কেউ নেই এবং তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক নেই।

১৪ **সূরা আর-রা'দ (আয়াত ৩৪)**

لَّهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ ۖ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ
مِن وَاقٍ

> অনুবাদ: তাদের জন্যে পার্থিব জীবনেও আযাব রয়েছে এবং আখেরাতের আযাব তো কঠোরতর। আর আল্লাহর কবল থেকে তাদের রক্ষাকারী কেউ নেই।

১৫ **সূরা আর-রা'দ (আয়াত ৩৭)**

وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ
الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ

> অনুবাদ: আর এভাবেই আমি কুরআনকে আরবী ভাষায় নির্দেশস্বরূপ নাযিল করেছি। আর তোমার কাছে জ্ঞান আসার পর যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কর, তবে আল্লাহর বিপক্ষে তোমার কোন অভিভাবক ও রক্ষাকারী থাকবে না।

১৬ **সূরা আন-নাহল (আয়াত ২৬)**

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ
السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

> অনুবাদ: তাদের পূর্ববর্তীরা চক্রান্ত করেছিল, অতঃপর আল্লাহ তাদের গৃহের ভিত্তিতে আঘাত করলেন। ফলে তাদের মাথার ওপর ছাদ ধসে পড়ল এবং তাদের প্রতি আযাব এল এমন দিক থেকে, যা তাদের ধারণাও ছিল না।

১৭ **সূরা আন-নাহল (আয়াত ৮১)**

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ
لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ

> অনুবাদ: আর আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন, তা থেকে তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন এবং পাহাড়-পর্বতসমূহে তোমাদের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন, আর তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন পরিধেয় বস্ত্রের, যা তোমাদেরকে গরম থেকে রক্ষা করে এবং বর্মের, যা তোমাদেরকে যুদ্ধ-বিগ্রহে রক্ষা করে। এভাবেই তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করেন, যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর।

১৮ সূরা আল-ইসরা (আয়াত ১৬)

وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا

> অনুবাদ: যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন তার বিত্তশালীদেরকে হুকুম দেই, অতঃপর তারা তাতে অসৎকর্ম করতে থাকে, তখন তার উপর আমার আদেশ অবধারিত হয়ে যায়। অতঃপর আমি তাকে সমূলে ধ্বংস করে দেই।

১৯ সূরা আল-কাহফ (আয়াত ৯০)

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا

> অনুবাদ: অবশেষে যখন তিনি সূর্যের উদয়স্থলে পৌঁছলেন, তখন তিনি সূর্যকে এমন এক সম্প্রদায়ের ওপর উদয় হতে দেখলেন, যাদের জন্যে সূর্যের বিপরীতে আমি কোন আড়াল রাখিনি।

২০ **সূরা আল-কাহফ (আয়াত ৯৪)**

قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا

> অনুবাদ: তারা বলল, হে যুলকারনাইন, ইয়াজুজ ও মাজুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করছে। অতএব, আমরা কি আপনাকে কিছু কর দেব এ শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে এক প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন?

২১ **সূরা আল-কাহফ (আয়াত ১০১)**

الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا

> অনুবাদ: যাদের চোখের ওপর আমার স্মরণ থেকে পর্দা পড়েছিল এবং যারা শুনতেও সক্ষম ছিল না।

২২ **সূরা আল-আম্বিয়া (আয়াত ৩৯-৪০)**

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۞ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ

> অনুবাদ: (৩৯) যদি কাফেররা ঐ সময়ের কথা জানত, যখন তারা তাদের সম্মুখ ও পৃষ্ঠদেশ থেকে আগুন প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং তারা সাহায্যও পাবে না। (৪০) বরং তা তাদের কাছে আসবে অতর্কিতভাবে, অতঃপর তাদেরকে হতভম্ব করে দেবে। তখন তারা তা রোধ করতে পারবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না।

২৩ **সূরা আল-ফুরকান (আয়াত ৩৬)**

فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا

> অনুবাদ: আমি বললাম, তোমরা সেই সম্প্রদায়ের কাছে যাও, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিলাম।

২৪ **সূরা আন-নামল (আয়াত ৫১)**

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ

> অনুবাদ: অতএব, দেখুন তাদের চক্রান্তের পরিণতি কি হয়েছে। আমি তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়কে-সবাইকে ধ্বংস করে দিয়েছি।

২৫ **সূরা আন-নামল (আয়াত ৬২)**

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

> অনুবাদ: বল তো কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং কষ্ট দূর করেন আর তোমাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধি বানান? আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ কর।

২৬ সূরা আল-আনকাবুত (আয়াত ৪১)

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

> অনুবাদ: যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সা। সে ঘর বানায়। আর সব ঘরের চাইতে দুর্বল হলো মাকড়সার ঘর, যদি তারা জানত।

২৭ সূরা আল-আনকাবুত (আয়াত ৫৫)

يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

> অনুবাদ: যেদিন আযাব তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে মাথার উপর থেকে এবং পায়ের নীচ থেকে। আল্লাহ বলবেনঃ তোমরা যা করতে, তার স্বাদ গ্রহণ কর।

২৮ **সূরা আল-আহযাব (আয়াত ১০)**

إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا

> অনুবাদ: যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল উচ্চভূমি ও নিম্নভূমি থেকে এবং যখন তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছিল ও প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা পোষণ করছিলে।

২৯ **সূরা আল-আহযাব (আয়াত ২৫-২৬)**

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ۚ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿٢٥﴾ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿٢٦﴾

> অনুবাদ: (২৫) আল্লাহ কাফেরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। তারা কোন কল্যাণ পায়নি। যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ মুমিনদের পক্ষে যথেষ্ট হয়ে গেছেন। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী। (২৬) কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফেরদের পৃষ্টপোষকতা করেছিল, তাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ থেকে নামিয়ে দিলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন। ফলে তোমরা তাদের একদলকে হত্যা করছিলে এবং একদলকে বন্দী করছিলে।

৩০ **সূরা ইয়াসীন (আয়াত ৯)**

وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

> অনুবাদ: আমি তাদের সামনে ও পেছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতঃপর তাদেরকে আবৃত করে দিয়েছি, ফলে তারা দেখে না।

৩১ **সূরা ছোয়া'দ (আয়াত ১৫)**

وَمَا يَنظُرُ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ

> অনুবাদ: এরা তো কেবল একটি মহানাদের অপেক্ষা করছে, যাতে কোন বিরাম থাকবে না।

৩২ সূরা আয-যুমার (আয়াত ১৬)

لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۚ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ۚ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ

> অনুবাদ: তাদের জন্যে ওপর দিক থেকে আগুনের আচ্ছাদন এবং নিচের দিক থেকেও আগুনের আচ্ছাদন থাকবে। এ শাস্তি দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন। হে আমার বান্দাগণ, অতএব আমাকে ভয় কর।

৩৩ সূরা আয-যুমার (আয়াত ২৪)

أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ

> অনুবাদ: যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন তার মুখমন্ডল দ্বারা অশুভ আযাব ঠেকাবে, সে কি তার সমান (যে নিরাপদ)? জালেমদেরকে বলা হবে, তোমরা যা করতে তার স্বাদ আস্বাদন কর।

৩৪ **সূরা গাফির (আয়াত ১৬)**

يَوْمَ هُم بَارِزُونَ ۖ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ
الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

> অনুবাদ: যেদিন তারা সবাই বের হয়ে পড়বে, আল্লাহর কাছে তাদের কিছুই গোপন থাকবে না। আজ রাজত্ব কার? এক প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহর।

৩৫ **সূরা আশ-শূরা (আয়াত ৫)**

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ ۚ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ ۗ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

> অনুবাদ: আসমানসমূহ ওপর থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়, আর ফেরেশতারা তাদের রবের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং পৃথিবীবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ, তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৩৬ **সূরা আল-আহকাফ (আয়াত ২৫)**

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي

الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ

> অনুবাদ: তা তার পালনকর্তার আদেশে সবকিছু ধ্বংস করে দেবে। অতঃপর তারা এমন হলো যে, তাদের বসতবাড়ি ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি।

৩৭ **সূরা মুহাম্মদ (আয়াত ১০)**

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ

دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا

> অনুবাদ: তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি, অতঃপর দেখেনি যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছে? আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং কাফেরদের জন্যেও রয়েছে অনুরূপ শাস্তি।

৩৮ সূরা ক্বাফ (আয়াত ২২)

لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

> অনুবাদ: তুমি তো এ ব্যাপারে উদাসীন ছিলে। অতঃপর আমি তোমার পর্দা উন্মোচন করে দিয়েছি। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ।

৩৯ সূরা আল-হাশর (আয়াত ২)

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ۚ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا ۖ وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ۖ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ۚ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

> অনুবাদ: তিনিই কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে প্রথম সমাবেশেই বহিষ্কার করেছেন। তোমরা ধারণাও করতে পারনি যে, তারা বের হবে এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহর শাস্তি তাদের কাছে এমন দিক থেকে এল, যা তারা কল্পনাও করেনি। আর আল্লাহ তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন। তারা তাদের বাড়ি-ঘর নিজেদের হাতে এবং মুমিনদের হাতে ধ্বংস করছিল। অতএব, হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

৪০ **সূরা আল-হাশর (আয়াত ১৪)**

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ

> অনুবাদ: তারা সংঘবদ্ধভাবে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না; তবে সুরক্ষিত জনপদে অথবা প্রাচীরের আড়াল থেকে। তাদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ খুব কঠিন। আপনি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করেন, অথচ তাদের অন্তরগুলো ভিন্ন ভিন্ন। এটা এ কারণে যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।

৩ বার

৪১ **সূরা আল-ইখলাস**

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ

> অনুবাদ: (১) বলুন, তিনি আল্লাহ, এক। (২) আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। (৩) তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। (৪) এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।

৩ বার

৪২ সূরা আল-ফালাক

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ۝ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ
۝ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ ۝ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

অনুবাদ: (১) বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার। (২) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে। (৩) অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়। (৪) এবং গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে। (৫) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে।

৩ বার

৪৩ সূরা আন-নাস

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ۝ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ۝ إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ ۝ مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ۝ ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ ۝ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ

> অনুবাদ: (১) বলুন, আমি আশ্রয় চাই মানুষের পালনকর্তার। (২) মানুষের অধিপতির। (৩) মানুষের মা'বুদের। (৪) তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে। (৫) যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। (৬) জিন ও মানুষের মধ্য থেকে।